cc-2-4/Mod-1

'ঐ সখি— হামারি দুখের নাহি ওর' পদটির রচয়িতা ও আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হল।

রচয়িতা— প্রাক্‌চৈতন্যযুগ/চৈতন্যপূর্বযুগের কবি বিদ্যাপতি। তার কিছু বাংলা পদের রচয়িতা নিয়ে সংশয় আছে। যেমন— প্রাচীনতম বৈষ্ণব সংকলন গ্রন্থ 'রসকদম্ববল্লী' এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ যেমন 'পদরত্নাকর'-এ এই পদের রচয়িতা হিসেবে রায়শেখরের নাম এবং ভণিতায় কোথাও 'চন্দ্র শেখর' উল্লেখ আছে।

পর্যায় — 'মাথুর', 'মাথুর' কথার অর্থ হল মথুরা সংক্রান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের মথুরাগমনের সাথে যুক্ত। বৃন্দাবন ত্যাগ করে কংসবধের জন্য কৃষ্ণ মথুরায় যান। প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি বৃন্দাবনে আর ফিরে আসেননি। কৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার ফলে বৃন্দাবন তথা গোকুল হয়ে পড়ে শূন্য। কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধা এবং তার সাথে সমস্ত বৃন্দাবনবাসীর জীবনেও নেমে আসে অপরিসীম শূন্যতা, আর সেই প্রবল শূন্যতাজনিত বিরহ নিয়েই রচিত হয় সুবিখ্যাত মাথুর বা বিরহ পর্যায়ের পদ। এই পর্যায়ের রস — করুণ। এই বিরহের দুঃখ বা বেদনা অন্তহীন, কারণ এই বিরহের পর বাস্তবে আর কোনোদিনই রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটেনি।

(২) [illegible] প্রকৃতি লোকে
প্রকৃতি- বলা হলো, নিসর্গই [illegible] আবার দু- ভাগে ভাগ
করে দেখা হয় প্রকাশ, যাকে [illegible] ও যা নিজে প্রকাশ।
করে 'ভগবৎ-প্রকৃতি' প্রকাশ ও [illegible] বলা হয়। [illegible]
তার- এই প্রকৃতির প্রকাশকে 'মাধুর্য' [illegible] প্রকাশের [illegible]
শ্রীমতীর (প্রেম-বৈষ্ণবী কবিতা)- যে [illegible] মিলিত [illegible]
মিলনে বলা হয়েছে, — [illegible]
[illegible] প্রকাশ ও মাধুর্য- [illegible]
[illegible] প্রকাশ — [illegible] মাধুর্য- [illegible]
[illegible] বিচ্ছেদ [illegible] কবির- যে দুঃখবেদনা [illegible]
[illegible] কাব্যে
রোমান্টিক।

আধুনিক- সাহিত্যে- রবীন্দ্রোত্তর ও রূপ-সৌন্দর্যের পরিচয়

—— সাহিত্যে- ভাবের [illegible], বুদ্ধদেব।
[illegible] সাহিত্যে- একদিকে রবীন্দ্রনাথের [illegible], অন্যদিকে
উল্লিখিত সাহিত্যে- [illegible] বোদলেয়ার
কবিতায় [illegible] কবির [illegible] কবিতা
প্রকাশিত- হয়েছে। সাহিত্যে [illegible] নেই। এই প্রসঙ্গে
বলেছেন, তাঁর দুঃখের সীমা (তার) নেই। [illegible]
(আদর) ওরা ভদ্র- মানুষ [illegible] প্রেমিক [illegible] অনুপ্রবাসী।
[illegible]। [illegible] হয়েছে [illegible]
পৃথিবী জুড়ে [illegible], [illegible]
মেঘের গর্জন। এই মাটি- প্রেমের দেবতা মদন [illegible]
তাই হয়েছেন। [illegible] বসুন্ধরার [illegible]
দিকে তাকাল। [illegible] আমাদের [illegible]
[illegible] কাব্যের [illegible] ভালো লেগেছে।

Scanned with CamScanner

অনুরাগের নিঃশব্দ কান্না রয়েছে। — এমন অবস্থায় প্রিয়মিলনে অমন রাধার আর্তনাদ আর বলে ওঠেন, — 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। রাধার এই সকরুণ উৎকণ্ঠার ভক্তি বা প্রেমাবেগকেও বেদনায় করুণ করে তোলে। স্বাভাবিক সঙ্গতি বজায় রেখেই বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের মিলনের প্রসঙ্গে রাধার বিরহানুভূতিতে শাশ্বত মাধুর্য দান করেছেন। কবি যেখানে বেদনায় বলেছেন, হরিকে ছেড়ে কীভাবে রাধার দিন কাটবে? —

'বিদ্যাপতি কহ — কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥'

বস্তুত, প্রথম নায়ক-নায়িকার যে বিচ্ছেদ কাতরতা, রাধার মনে দিয়ে যে সর্বতঃ সূক্ষ্মতর আর্তি জেগেছে। অপূর্ব এবং রস-গভীরতা। বিদ্যাপতি তাঁর সমস্ত প্রতিভা এই অনিঃশেষ বিরহের ছবি এঁকেছেন, যাকে সমালোচক ও গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় 'বেদনা-উল্লাস' বলেছেন। তাঁর কাছে রাধার বুক-ফাটা আর্তনাদ উল্লাস বলে মনে হয়েছে। অথচ কবি রাধার এ সময় যন্ত্রণা যেখানে মর্মান্তিক 'দুখের নাহি ওর' এই আত্মকথনের মধ্য দিয়ে বিরহের অন্তর্লীনতাকেই বেদনাতে দেখিয়েছেন।